আইওএম বাংলাদেশঃ রোহিঙ্গা মানবিক সংকট সাড়াদান কর্মসূচি

পরিস্থিতির মাসিক প্রতিবেদন

IOM UN MIGRATION

নভেম্বর ২০২০

নভেম্বরে আইওএম অধিকতর সমতাবিশিষ্ট লৈঙ্গিক ভূমিকা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কয়েকটি অধিবেশন আয়োজন করেছে । কপিরাইটঃ আইওএম

বৈশ্বিক প্রচারণার প্রতি সমর্থন জানিয়ে অন্যান্য অংশীদার সংস্থার সাথে যৌথভাবে আইওএম ২৫ নভেম্বর থেকে কক্সবাজারে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধমূলক ১৬ দিনব্যাপী একটি কর্মসূচি শুরু করেছে। আইওএম সামাজিক মাধ্যমে প্রচারণার পাশাপাশি জিবিভি বিষয়ক ঝুঁকি প্রশমন, প্রতিরোধ ও সাড়াদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এই সকল কার্যক্রমের মধ্যে অংশীজনদের জন্য কারিগরি ওয়েবিনার, রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

নারীদের দক্ষতা ও অর্জনসমূহকে তুলে ধরতে আইওএম বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা পালসের সাথে যৌথভাবে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে এই সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এর পাশাপাশি, আইওএম, ইউনিসেফ এবং কক্সবাজার প্রটেকশন ফ্রম সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন অ্যান্ড অ্যাবিউজ (পিএসইএ) নেটওয়ার্ক ৩৮ টি অংশীজনের জন্য "যৌন শোষণ ও নিপীড়ন এবং জিবিভি সম্পর্কিত ঝুঁকি প্রশমন" বিষয়ক একটি ওয়েবিনার আয়োজন করেছে।

১৬ দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে আইওএম সুরক্ষা দলসমূহ জনপ্রিয় রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি খাবারের রেসিপি সম্বলিত একটি রান্নার বই প্রকাশ করেছে। নারীর অংশগ্রহণ প্রকল্পের আওতায়, ২০১৯-এ আইওএম এবং আইসিসিও কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত রান্না শেখার ক্লাসগুলোকে অনুসরণ করে এই বইটি প্রণীত হয়েছে। শামলাপুরের ১২টি ব্লকের ১২ জন নারী এই রান্নার বইটির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত রান্না শেখার ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছে এবং হালকা নাশতা তৈরির জন্য রান্নার প্রয়োজনীয় সামগ্রী

৭১২,১৫২
জন রোহিঙ্গা ২৫ আগস্ট ২০১৭ থেকে এসেছে

৯৩২,৯৪০
জন রোহিঙ্গা কক্সবাজারে অবস্থান করছে

১২,০০,০০০
মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাঃ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ইউএনডিপি এবং ইউএনএইচসিআর-এর সাথে যৌথভাবে আইওএম-এর সুরক্ষা এবং রূপান্তর ও পুনরুদ্ধার বিভাগ (টিআরডি) দলসমূহ ক্যাম্পগুলোতে নিয়োজিত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন নেটওয়ার্ক (এপিবিএন)-কে সুরক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রমের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এই মাসে তিনটি অতিরিক্ত ব্যাচের ৯০ জন পুলিশ কর্মকর্তার জন্য ৩-দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

আইওএম আটটি ক্যাম্পের আটটি উইমেন অ্যান্ড গার্লস সেফ স্পেসে ১,২৬৭ জন নারী ও ১,৩১৫ জন বালিকাকে মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান করেছে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময়কালে ঋতুস্রাব সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার উপর নেতিবাচক প্রভাব লাঘবে আইওএম এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা পালস সম্মিলিতভাবে নারী ও বালিকাদের মধ্যে স্যানিটারি প্যাড ও ডিগনিটি কিট বিতরণ করেছে।

এই পর্যন্ত, দলটি ৬৬৫টি সাবান, ১,৮৯৯টি মাস্ক, কোভিড-১৯ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রীসহ ৬৫টি ডিগনিটি কিট এবং ১,৬৯৬টি থামি (স্কার্ফ) বিতরণ করেছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে আইওএম উখিয়ার রাজাপালং ও জালিয়াপালং ইউনিয়নে জিবিভি বিষয়ক মৌলিক বিষয়বস্তু এবং কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও এই সম্পর্কিত সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। উক্ত প্রশিক্ষণে দুইটি ব্যাচে ৪০ জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছে, যাদের মধ্যে ওয়ার্ড কাউন্সিলর, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা এবং সুশীল সমাজের সদস্যগণ রয়েছে।

উখিয়া ও টেকনাফের ক্যাম্প ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বসবাসের এলাকাগুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অধিবেশন আয়োজনের মাধ্যমে কমিউনিটি মোবিলাইজার ও স্বেচ্ছাসেবকগণ ৮,০১৭ জন ব্যক্তির কাছে পৌঁছেছে। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে ২,৩৬০ জন নারী, ৩৯৪ জন বয়স্ক ব্যক্তি, ১৮ জন প্রতিবন্ধী নারী, ২,৫৩৩ জন পুরুষ, ১৮ জন প্রতিবন্ধী পুরুষ, ১,০৮৩ জন বালিকা, ৮ জন প্রতিবন্ধী বালিকা, ৯৯০ জন বালক এবং ৯৯০ জন প্রতিবন্ধী বালক রয়েছে।

ক্যাম্প ৯, ১৮ এবং এক্সটেনশনে নারীর অংশগ্রহণ প্রকল্পকে বর্ধিত করতে আইওএম-এর জিবিভি দল সাইট ব্যবস্থাপনা, সুরক্ষা ও টিআরডি দলসমূহের ২৭ জন কর্মীকে "নারীর অংশগ্রহণ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক বেইজলাইন মূল্যায়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। আইওএম-এর জিবিভি ও যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য দলসমূহ ৫০ জন স্বাস্থ্য কর্মীর জন্য "ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অব রেইপ অ্যান্ড ইন্টিমেট পার্টনার ভায়োলেন্স" বিষয়ক ৪-দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এছাড়া প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে, আইওএম ৩৭৯ জন ক্লিনিক্যাল ও নন- ক্লিনিক্যাল কর্মীর জন্য পিএসইএ প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে।

সাধারণ সুরক্ষা

ক্যাম্পে সুরক্ষা বিষয়ক সকল অংশীদার সংস্থার উপস্থিতি ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে ক্যাম্প ২০ ও ২০ এক্সটেনশনের ক্যাম্প-ইন-চার্জ (সিআইসি)-দের জন্য আইওএম-এর সুরক্ষা দল সার্ভিস ম্যাপিং বিষয়ক একটি পরিচিতিমূলক অধিবেশন আয়োজন করেছে।

ক্যাম্পের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহে শরণার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে বিগত ২৪ নভেম্বর ক্যাম্প ৪ এক্সটেনশন ও ২০ এক্সটেনশনে কমিউনিটি নিরাপত্তা প্রকল্প শুরু করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নারী, পুরুষ, বয়স্ক ব্যক্তি, ইমাম এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে কতিপয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

নভেম্বরে সর্বমোট ৮১ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সেন্টার ফর ডিজঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) এবং ক্রিশ্চিয়ান ব্লাইন্ড মিশন (সিবিএম) কর্তৃক পরিচালিত একটি মেডিক্যাল স্ক্রিনিং-এ অংশগ্রহণ করেছে। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সাইট উন্নয়ন এবং ওয়াশ দলসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিচালিত একটি প্রত্যক্ষ মূল্যায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সাইট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সুশীলন মোবিলিটি অ্যাক্সেস র‍্যাম্প স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে।

শিশু সুরক্ষা

ক্যাম্প ৭, ৯, ১৭, ২০ এক্সটেনশন ও ২৩ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর এলাকাগুলোতে (টেকনাফের রত্নাপালং, উখিয়া এবং হ্নীলায়) চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও ইনডোর গেমসসহ কতিপয় অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে বিগত ২০ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়েছে। এই সকল অনুষ্ঠানে সর্বমোট ১২০ জন শিশু অংশগ্রহণ করেছে। বাংলা, ইংরেজি ও রোহিঙ্গা ভাষায় প্রণীত "তুমি আমার নায়ক" শীর্ষক একটি শিশুবান্ধব পুস্তিকা ব্যবহার করে আইওএম-এর কর্মীগণ কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

আইওএম শিশু সুরক্ষা দল এবং টেরে ডেস হোমস (টিডিএইচ) দল ক্যাম্প ৯, ১৩, ২০, ২৩ এবং ২০ এক্সটেনশনে সর্বমোট ৪৩ টি নতুন কেস চিহ্নিত ও নিবন্ধিত করেছে। এই সকল কেসের মধ্যে ২৯ জন বালিকা, ১১ জন বালক, একজন প্রতিবন্ধী বালক এবং দুইজন প্রতিবন্ধী বালিকা রয়েছে। শিশুবান্ধব কর্নারগুলোতে ও ব্যক্তি পর্যায়ে আইওএম এবং টিডিএইচ দলসমূহ কর্তৃক পরিচালিত সরাসরি অধিবেশনের মাধ্যমে ৮৩৫ জন শিশুকে (৫০৬ জন বালক ও ৩২৯ জন বালিকা) মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আইওএম সুরক্ষা ইউনিট রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি খাবারের রেসিপি সম্বলিত একটি রান্নার বই প্রকাশ করেছে। কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

"জেন্ডার ইন স্কুল" শীর্ষক লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক বিদ্যালয়-সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে প্রথম সক্ষমতা উন্নয়নমূলক অধিবেশনে শিক্ষক নেটওয়ার্কের ৪৫ জন সদস্য (৩৩ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা) অংশগ্রহণ করেছে। শিক্ষক নেটওয়ার্ক, কমিউনিটিভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি (সিবিসিপিসি), কিশোর কমিটি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক দলসমূহের সদস্যদের নিয়ে কমিউনিটিভিত্তিক কর্মকর্তাগণ শিশু সুরক্ষা এবং যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (এসজিবিভি) বিষয়ক ১৬টি পরিচিতিমূলক অধিবেশন পরিচালনা করেছে।

মানবপাচার রোধ

ক্যাম্প ৯, ১৯, ২৩, ২৪ এবং ২৫-এ আইওএম-এর সাইট ব্যবস্থাপনা এবং সুরক্ষা দল রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য মানব পাচার এবং সম্ভাব্য কেসগুলোকে রেফার করা বিষয়ক পাঁচটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। মানব পাচার সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়াবলী এবং সম্ভাব্য কেসগুলোকে সনাক্ত করা ও আইওএম-এর মানবপাচার রোধে নিয়োজিত হটলাইন অথবা সুরক্ষা খাতের অন্য কোন সহযোগী সংস্থার নিকট রেফার করার বিষয়ে এই সকল প্রশিক্ষণে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

সুরক্ষা খাতের অ্যান্টি-ট্রাফিকিং ওয়ার্কিং গ্রুপ (এটিডব্লিউজি) আইওএম কো-চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এটিডব্লিউজি-এর সাথে যৌথভাবে আইওএম সুরক্ষা খাতে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কর্মীদের জন্য বাংলায় একটি অনলাইন অধিবেশন পরিচালনা করেছে। মানবপাচার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে এবং সম্ভাব্য কেসগুলোকে রেফার করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে মাঠ পর্যায়ের সর্বমোট ৫৫ জন কর্মী (২২ জন নারী এবং ৩৩ জন পুরুষ) এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছে।

আইওএম এবং আইওএম-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ মানবপাচার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় এবং কোভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে। আউটরীচ কার্যক্রমের বার্তাসমূহ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা উৎসাহিত করে এবং জনসমাগম নিরুৎসাহিত করে। মহামারীর সময়কালে মানবপাচারের সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ বিষয়ক বার্তার পাশাপাশি এই সকল বার্তাসমূহ প্রচার করা হচ্ছে। এই সম্পর্কিত ১,৩৯৯টি অধিবেশন পরিচালনার মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সর্বমোট ১২,৬২৬ জন ব্যক্তির কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই সকল সেশনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বমোট ৩,৭৭৩টি কমিক বই, লিফলেট, পোস্টার এবং মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

মানব পাচারের সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ, বিদ্যমান রেফারেল ব্যবস্থা এবং কোভিড-১৯ বিষয়ক সাড়াদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নভেম্বরে ৬১ জন মাঝির জন্য চারটি পরিচিতিমূলক অধিবেশন আয়োজন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, সুরক্ষা খাতের ৬৫ জন কর্মীর জন্য একই বিষয়সমূহের উপর আরো চারটি পরিচিতিমূলক অধিবেশন আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, সাইট ব্যবস্থাপনা এবং সুরক্ষা খাতের ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবকের জন্য মানবপাচার প্রতিরোধমূলক কমিক বইয়ের বিষয়বস্তুর উপর দুইটি পরিচিতিমূলক অধিবেশন আয়োজন করা হয়েছে।

এই মাসে আইওএম-এর সুরক্ষা কর্মীগণ শিশু সুরক্ষা কমিউনিটি মোবিলাইজারদের জন্য একটি মূলধারাকরণ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে। সিডিডি এবং সিবিএম কর্তৃক আয়োজিত "জিবিভি সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রশমন" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ এবং "মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধীত্ব" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণে আইওএম-এর কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেছে।

৭৭৬ জন অতি বিপন্ন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ১৬৩ জন ব্যক্তিকে নিবন্ধন, খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য মানবিক সেবার জন্য রেফার করা হয়েছে

মানব পাচারের শিকার হওয়া ১৫ জন ব্যক্তিকে চিহ্নিত ও সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

কোভিড-১৯ এবং মানব পাচারের ঝুঁকি **বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অধিবেশন আয়োজনের মাধ্যমে ১২,৬২৬ জন ব্যক্তির** কাছে বার্তা পৌঁছানো হয়েছে

৭১১ জন শিশু (৪৩৩ জন বালিকা ও ২৭৮ জন বালক) মনোসামাজিক সহায়তা লাভ করেছে অথবা শিশুবান্ধব কর্নারগুলোতে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে

কমিউনিটি প্রচারণা কার্যক্রমে ৮,০১৭ জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছে

আইওএম –সমর্থিত ক্যাম্প ২-এর স্বাস্থ্য পোস্টে কনসালটেশন প্রদান করা হয়েছে। কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

জরুরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা

২৫টি ক্যাম্পভিত্তিক এবং ১০টি সরকারি প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে আইওএম নভেম্বরে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও বাংলাদেশি কমিউনিটির বিপন্ন সদস্যদের স্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরি চাহিদা পূরণে সাড়াদান করে চলেছে। এই সকল সেবার মধ্যে ২৪-ঘণ্টা জরুরি সেবা ও অ্যাম্বুলেন্স রেফারেল, ভর্তি থাকা ও বহির্বিভাগের রোগীদের চিকিৎসা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (এসআরএইচ) এবং মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহায়তা (এমএইচপিএসএস), লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হওয়া কেসের ব্যবস্থাপনা, নবজাতক ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা এবং পরীক্ষাগার সম্পর্কিত সেবাসমূহ রয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখিত মাসে বহির্বিভাগে ৯০,৩৯২টি কনসালটেশন প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যমান চাহিদাগুলো সম্পর্কে অধিকতর সুস্পষ্ট ধারণা পেতে এবং সেবাসমূহের উপর কমিউনিটির আস্থা বাড়াতে আইওএম-এর দলসমূহ কমিউনিটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার মান ও পরিসর বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করছে।

ক্যাম্পভিত্তিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে শিশু ও গর্ভবতী নারীদের জন্য টিকাদান কার্যক্রম শুরু করার মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির পরিসর বাড়ানোর ক্ষেত্রে আইওএম সহায়তা করছে। গত মাসে, পাঁচ বছরের কম বয়সী ৩,১৫৯ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখিত মাসে আইওএম-এর ২৪-ঘণ্টা জরুরি রেফারেল ইউনিটের মাধ্যমে সর্বমোট ৩৫৪ জন রোগীকে রেফার করা হয়েছে যাদের মধ্যে ২১১ জনকে ক্যাম্পগুলোর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে এবং ১৪৩ জনকে টেকনাফ ও উখিয়ার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কক্সবাজার সদর হাসপাতালের দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে রেফার করা হয়েছে।

আইওএম-এর স্বাস্থ্য দলসমূহ ২৭০টি ডেলিভারি, ৪,৩৩৬টি প্রসব-পূর্ব এবং ৯১৭টি প্রসব-পরবর্তী পরিদর্শন পরিচালনা করেছে যার ফলে ৪,২১৯ জন বালিকা ও শিশু আধুনিক পরিবার কল্যাণ সেবা লাভ করেছে। এর পাশাপাশি, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং দুইটি সারি আইটিসির প্রসূতি ওয়ার্ডে প্রাথমিক এবং সামগ্রিক জরুরি প্রসূতি ও নবজাতকের সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে আইওএম সহায়তা করে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যায়ে নিরাপদ, সময়োচিত এবং কার্যকর হাসপাতাল পূর্ববর্তী সেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য কর্মীদের জীবন রক্ষাকারী জরুরি সেবা প্রদান সম্পর্কিত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউএইচও কর্তৃক আয়োজিত "মৌলিক প্রাথমিক চিকিৎসা" শীর্ষক ৩-দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণে আইওএম-এর দশ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস)-এর সাথে যৌথভাবে এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় জরুরি কর্মীর সংস্থান করার মাধ্যমে, আইওএম ক্যাম্প ২ এক্সটেনশনে স্বাস্থ্য পোস্ট সহায়তা প্রদান করছে। এই সকল কর্মীর মধ্যে একজন মেডিক্যাল অফিসার, একজন মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং একজন নার্স রয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত মাসে, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বহির্বিভাগে ৮,৪৬২টি কনসালটেশন প্রদান করা হয়েছে।

আইওএম ও বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মী এবং সরকারি কর্মীসহ সর্বমোট ৪৫ জন ব্যক্তি ফার্মেসী ব্যবস্থাপনা এবং ঔষধের পরিমাপ ও ব্যবহার বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে।

সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (আইপিসি) এবং নজরদারি

উত্তরণ অ্যাম্বুলেন্স জীবাণুমুক্তকরণ পয়েন্টের জন্য ১৪ জন নতুন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং তারা আইপিসি সম্পর্কিত করণীয়সমূহ বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। উক্ত প্রশিক্ষণে অ্যাম্বুলেন্স জীবাণুমুক্তকরণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নভেম্বরে এই ইউনিটটি ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশন এবং ক্যাম্প ২৪-এর অন্য দুইটি অ্যাম্বুলেন্স জীবাণুমুক্তকরণ ইউনিটের সাথে সম্মিলিতভাবে ৫০টি অ্যাম্বুলেন্স পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করেছে।

ইউকে-ইএমটি-এর সাথে যৌথভাবে, আইওএম আইটিসিগুলোতে আইপিসি সম্পর্কিত করণীয়সমূহ বিষয়ে ৮৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে । উক্ত প্রশিক্ষণে হাত ধোয়া সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধি, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখা এবং কোবোর মাধ্যমে দৈনিক আইপিসি চেকলিস্টের যথাযথ বাস্তবায়ন (যেখানে তিনটি আইটিসি-ই ৮৫% এর বেশি নম্বর পাবে) বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়।

ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনের স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি প্রাথমিক বিস্তার রোধে আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইন করা, তাদের পর্যবেক্ষণ করা এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত নজরদারির আইওএম কর্তৃক পরিচালিত আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করার কাজের মাধ্যমে সাড়াদান কার্যক্রমের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৫৯১ জন সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিকে সনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২৭ জন সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিকে সনাক্ত, পর্যবেক্ষণ ও কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। কোবোর মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করাসহ সংক্রামক ব্যাধিসমূহের পূর্বকালীন চিহ্নিতকরণের জন্য আর্লি ওয়ার্নিং অ্যান্ড অ্যালার্ট রেসপন্স সিস্টেম (ইডব্লিউএয়ারএস) আইওএম-এর স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ডিসপ্যাচ অ্যান্ড রেফারেল ইউনিট (ডিআরইউ)

আইওএম-এর ডিসপ্যাচ অ্যান্ড রেফারেল ইউনিট (ডিআরইউ) অ্যাম্বুলেন্স ডিস্প্যাচ এবং স্বাস্থ্য খাতের কোভিড-১৯ সাড়াদানের জন্য আইসোলেশন বেড সংক্রান্ত সক্ষমতা সম্পর্কিত মনিটরিং-এর দায়িত্বে নিয়োজিত। এই মাসে, সর্বমোট ২২টি যানবাহনের মাধ্যমে, ডিআরইউ ৪৫টি রেফারেলের জন্য (স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ২৪.৪% এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীর ৭৫.৫%) সাড়াদান এবং পরিবহন সেবা প্রদান করেছে। এর পাশাপাশি, ডিআরইউ কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত সাতজন রোগী এবং ১৭ জন সম্ভাব্য রোগীকে আইটিসিগুলোতে পরিবহন, আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসা একজন ব্যক্তি এবং একজন ভ্রমণকারী/নতুন আসা ব্যক্তিকে কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রে পরিবহন, মানবিক সহায়তা প্রদানকারী ১১ জন কর্মীকে কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য পরিবহন এবং তিনজন মৃত ব্যক্তির মরদেহ তাদের কমিউনিটির কাছে ফেরত পাঠানোর কাজ করেছে।

ইউকে-ইএমটি-এর সাথে যৌথভাবে তিনটি সারি আইটিসি-তে কন্টিনিউয়াস মেডিক্যাল এডুকেশন (সিএমই) অধিবেশন পরিচালিত হয়েছে। এই সকল সেশনে ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগের কার্যকর মাধ্যম, বায়োমেডিক্যাল উপকরণসমূহের ব্যবহার এবং ডায়রিয়া সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

ঝুঁকি সম্পর্কিত যোগাযোগ এবং কমিউনিটির সম্পৃক্ততা (আরসিসিই)

প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীগণ (সিডব্লিউসি) ১৫,৩০২টি গৃহস্থালি পরিদর্শন করেছে এবং ২২৬টি দলগত অধিবেশন ও ২,৩০২টি কমিউনিটি রেফারেল পরিচালনা করেছে। বাস্তবায়ন সহযোগী চারটি সংস্থার সাথে কাজ করার মাধ্যমে, সর্বমোট ২৬০ জন সিডব্লিউসি, কোভিড-১৯ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, গৃহস্থালি পর্যায়ে ২৪৩,১৫৬ টি পরিদর্শন পরিচালনা এবং ৮,৮৭৩টি উঠান বৈঠক আয়োজন করেছে। গণপ্রচারণা কার্যক্রমে রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কার্যকর সম্পৃকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, গত মাসে, এই সকল সিডব্লিউসি-দের আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আইওএম-এর সভাপতিত্বে এবং আয়োজনে, মোবাইল মেডিক্যাল টিম (এমএমটি) সহযোগীদের সাথে দ্বি-সাপ্তাহিক সমন্বয় বৈঠক পরিচালিত হচ্ছে। এই সকল বৈঠকে লজিস্টিকস, প্রশিক্ষণ বিষয়ক হালনাগাদ তথ্য, দ্বিতীয় পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর সাথে সংযোগ এবং দুর্যোগের পরে ইন্সিডেন্ট কমান্ড প্রোটোকল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে জীবন রক্ষাকারী সেবা প্রদানে স্বাস্থ্য কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইওএম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গত মাসে পরিচালিত এমএমটি-দের প্রশিক্ষণের পরে, ইউকে-ইএমটি এবং অস্ট্রেলিয়া রেডআর-এর সাথে সম্মিলিতভাবে, আইওএম পাঁচটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ছয়টি অগ্রাধিকারসম্পন্ন স্বাস্থ্য পোস্টে নিয়োজিত ৩০ জন আইওএম ক্লিনিশিয়ানের জন্য জরুরি ও ট্রমা সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে। ঘূর্ণিঝড় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে অ্যাম্বুলেন্স ডিসপ্যাচ, সমন্বয় ও যোগাযোগ পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে আইওএম-এর ডিআরইউ-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদান

পানিজনিত তীব্র ডায়রিয়া (এডব্লিউডি)-এর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় জন্য আইওএম-এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে, আইওএম-এর ১২ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে এডব্লিউডি সতর্কীকরণমূলক সাড়াদানে বহু-খাতীয় যৌথ মূল্যায়ন পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল।

আইওএম-এর কর্মীরা ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার প্রস্তুতি ও সাড়াদান বিষয়ক আইএসসিজি-কর্তৃক আয়োজিত একটি টেবিল-টপ অনুশীলনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই অনুশীলনে সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতা প্রশমন, প্রাথমিক পর্যায়ের সাড়াদানকারীদের সহায়তা, চিকিৎসা সেবা, হতাহত ব্যক্তিদের ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য খাতের জরুরি পরিকল্পনায় উক্ত সুপারিশগুলোর সম্ভাব্য অন্তর্ভুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সমন্বয় ও সরকারি সহায়তা

কক্সবাজারে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং শরণার্থীদের জন্য সমন্বিত ও সর্বাত্মক একটি সাড়াদান কৌশল চিহ্নিত করার লক্ষ্যে আইওএম-এর স্বাস্থ্য ইউনিট ইউকে-ইএমটি, অস্ট্রেলিয়া রেডআর, স্বাস্থ্য খাত, সংশ্লিষ্ট কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপ, সিভিল সার্জনের কার্যালয় এবং বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের (মুক্তি, আরটিএমআই, বিজিএস এবং ওয়ার্ল্ড কনসার্ন/মেডএয়ার) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে।

এছাড়া, রামু ও চকোরিয়ার সরকারি সারি আইটিসি-গুলোতে কোভিড-১৯ স্ক্রিনিং এবং ট্রায়াজের কাজে আইওএম সহায়তা প্রদান করছে। আইওএম-এর দলসমূহ এই সারি আইটিসি-গুলোতে আসবাবপত্র, পিপিই, ৫০০ বোতল হ্যান্ড স্যানিটাইজার, রোগীদের সাতটি বেড, ৫০টি বসার টুল, ৩০টি টেবিল, ৫০টি স্যালাইন স্ট্যান্ড এবং ৪,০০০ গাউন প্রদান করেছে।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (এসআরএইচ)

ক্যাম্প ২২, ২৩, ২৪, আলি আকবর পাড়া এবং বাহারছড়ার রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ২৮২ জন ব্যক্তির জন্য, আইওএম যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (এসআরএইচ) বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অধিবেশন আয়োজন করেছে।

এই মাসে ক্যাম্প ২ডব্লিউ, ৩ এবং ২৪-এ ৪৮৫ জন ব্যক্তি আইওএম-এর পিএইচসিসি-দের নিকট এইচআইভি সম্পর্কিত পরামর্শ ও পরীক্ষা সংক্রান্ত সেবা লাভ করেছে; অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল ড্রাগের (এআরভি)-এর জন্য আক্রান্ত রোগীদের রেফার করা হয়েছে এবং মা-থেকে-শিশুর নিকট সংক্রমণ প্রতিরোধ (পিএমটিসিটি) সম্পর্কিত সেবার অংশ হিসেবে, ৩৪২ জন গর্ভবতী নারীকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে। জাতীয় এইডস ও এসটিডি নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এএসপি) থেকে আইওএম ১০,০০০ র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক কিট লাভ করেছে।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার (জিবিভি) বিরুদ্ধে ১৬ দিন-ব্যাপী কর্মসূচি উপলক্ষ্যে, আইওএম এর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (এসআরএইচ) দলসমূহ ৫০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য "ধর্ষণ এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক সহিংসতায় ক্লিনিকাল ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক ৪ দিনের একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে।

নভেম্বরে ৪৮জন রোগীকে আইওএম-এর তিনটি সিভিয়ার একিউট রেস্পিরাটরি ইনফেকশন আইসোলেশনলেশন ও ট্রিটমেন্ট সেন্টারে (ক্যাম্প ২ ডব্লিউ, ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশন এবং ক্যাম্প ২৪-এ অবস্থিত তিনটি সারি আইটিসি) ভর্তি করা হয়েছে। এই সকল কেন্দ্রে রোগী ধারণের জন্য বেডের সংখ্যা ২১৪টি পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। এই কেন্দ্রগুলোতে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত রোগী এবং সম্ভাব্য রোগী-উভয় ধরণের কেসের ব্যবস্থাপনাই করা হচ্ছে। সাড়াদান কর্মসূচির শুরু থেকে এখন পর্যন্ত, এই সারি আইটিসি-গুলোতে সর্বমোট ৪৫৪ জন রোগীকে ভর্তি করা হয়েছে।

১,৮১৪টি নমুনা কক্সবাজারে পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। এই সকল নমুনা আইওএম-এর তিনটি সারি আইটিসি এবং ক্যাম্প ৯ এবং ক্যাম্প ৩-এর দুইটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম
আইওএম কর্মীদের সুরক্ষা এবং যথাযথ সংক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করেতে ২৮০টি কভারঅল, ২৩০টি কেএন-৯৫ মাস্ক, ৯,৪০০ জোড়া গ্লাভস, ৫,৮০০টি সার্জিক্যাল মাস্ক, ১,২৩০টি ফেস শীল্ড, ১,২২০টি এন-৯৫ মাস্ক, ১,৯০ বোতল হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ৪০ বোতল তরল সাবান, ১২৮টি টিস্যু বক্স, দুই জোড়া ইউটিলিটি গ্লাভস এবং ৫,০৫০টি গাউন প্রদান করেছে।

উপশম সেবা

উপশম সেবা প্রদানে নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্মীগণ কয়েকটি কমিউনিটি প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে যার মধ্যে উপশম সেবা সহজলভ্যতা, দলগত আলোচনা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত অধিবেশন অন্তর্ভুক্ত। ক্যান্সারে আক্রান্ত ১৪ জন রোগীর জন্য ফলো-আপ পরিদর্শন পরিচালনা, সেবার অংশ হিসেবে ৭৬ জন রোগীর জন্য ফিজিওথেরাপি অধিবেশন পরিচালনা এবং মৃত্যু পথযাত্রী ও গুরুতরভাবে অসুস্থ রোগীদের জন্য ২২টি সেবার উদ্দেশ্যসমূহ (জিওসি) বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই মাসে, আইওএম-এর ১৬ জন স্বাস্থ্য কর্মী "প্রাথমিক উপসম সেবা" শীর্ষক ৩ দিনের একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল ক্যাম্পগুলোতে উপশম সেবার চাহিদা পূরণ করতে স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রস্তুত করে তোলা এবং ফার্মাকোলজিক্যাল ও নন-ফার্মাকোলজিক্যাল সহায়তা এবং মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহায়তার (এমএইচপিএসএস)-এর মত সেবার জন্য রেফারেলসহ যথাসম্ভব মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করা।

মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহায়তা (এমএইচপিএসএস)

প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে সর্বমোট ১৮২,৪৫৫ জন শরণার্থী ও স্থানীয় কমিউনিটির সদস্যকে (৯০,৫৭৪ জন নারী এবং ৯১,৮৮১ জন পুরুষ) স্বতন্ত্র কাউন্সেলিং, টেলি-কাউন্সেলিং, গ্রুপ কাউন্সেলিং, মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা, গৃহস্থালি পরিদর্শন, প্রাথমিক পর্যায়ের মানসিক সহায়তা, রোহিঙ্গা কালচারাল মেমোরি সেন্টার (সিএমসি)-এর কারিগরদের সাথে শিল্পকর্ম, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং অনান্য কমিউনিটিকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডসহ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটিভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের এমএইচপিএসএস সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এই সকল অধিবেশনে চিহ্নিত এমএইচপিএসএস বিষয়গুলোর মধ্যে উদ্বেগের উপসর্গসমূহ (৫৭%) এবং মাঝারি ও গুরুতর ধরণের হতাশার লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ (২১%) রয়েছে। প্রতিবেদনে সবচেয়ে বেশি উল্লেখিত মানিয়ে নেওয়ার পদ্ধতিসমূহের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড, পরিবারের পক্ষ থেকে সহায়তা, কমিউনিটি অথবা স্বাস্থ্য সেবা এবং শারীরিক কর্মকাণ্ড অনুশীলন।

সমাজকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, আইওএম-এর এমএইচপিএসএস দল কেস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৩ দিনের একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। যথাযথ কেস ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সকল অংশগ্রহণকারীদের তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং সহায়তা প্রদান করা হবে।

আইওএম-এর বাস্তবায়ন সহযোগী মুক্তি কর্তৃক নিয়োজিত ২১ জন কমিউনিটি নারী স্বাস্থ্য কর্মীর জন্য যৌন প্রজনন স্বাস্থ্যের গুরুত্ব এবং কৈশোরে আবেগের পরিবর্তন বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

SHELTER AND NON-FOOD ITEMS (SNFI)

নভেম্বরে আইওএম ক্যাম্প ২০ ও ২০ এক্সটেনশনে এনএফআই ভাউচার কর্মসূচি শুরু করেছে। কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে, আইওএম-এর আশ্রয় ও নন-ফুড আইটেম (এসএনএফআই) দল ১২৭টি গৃহস্থালির মধ্যে সৌর বাতি এবং তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিতরণ করেছে।

নভেম্বরে আইওএম ক্যাম্প ২০ এবং ২০ এক্সটেনশনে এনএফআই ভাউচার কর্মসূচি শুরু করেছে। এই মাসে, ১,৮৫৬টি পরিবার বিভিন্ন ধরণের রান্নাঘর এবং বিছানার সামগ্রী থেকে নিজেদের চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী সামগ্রী গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছে।

বাঁশ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে নিজেদের বোরাক বাঁশ প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে চলাচলের সুবিধা প্রদান করতে আইওএম আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বিগত মাসে, আইওএম চারটি সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই মাসে এসএনএফআই দলটি ক্যাম্প ১১-এ একটি কমিউনিটি আশ্রয়কেন্দ্র উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে। এই কেন্দ্রটি চরমভাবাপন্ন আবহাওয়াজনিত সংকটের সময় বিপন্ন পুরুষ, নারী এবং শিশুদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করবে।

নভেম্বরে বাঁশ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত যথাযথ সুরক্ষা পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে কক্সবাজার পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই)-এর কর্মকর্তাগণ বাঁশ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেছে।

নভেম্বরে আইওএম বাঁশ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে (বিটিএফ) ২০,৫০০ বোরাক বাঁশ প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে। উৎপাদিত কাঠকয়লার চুল্লি এবং ইটের ভিত্তিসমূহ পরিবেশগত সুরক্ষা নীতি অনুসারে বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হবে।

আইওএম-এর আশ্রয় দল নিরাপদ আশ্রয় উন্নতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা ৪১৯টি গৃহস্থালির (হ্নীলা ইউনিয়নের ২০৭টি গৃহস্থালি এবং সাবারং ইউনিয়নের ২১২টি গৃহস্থালি) মধ্যে প্রথম কিস্তির নগদ অর্থ (শর্তযুক্ত এবং শর্তবিহীন) প্রদান বিতরণ করেছে। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল ক্রয়কৃত আশ্রয় সংক্রান্ত উপকরণ ব্যবহার করে অধিকতর টেকসই আশ্রয়স্থল তৈরি করতে সুবিধাভোগীদের ধারণা প্রদান করা।

অতি বিপন্ন গৃহস্থালিসমূহকে (যে সকল গৃহস্থালিতে আশ্রয়স্থল উন্নতকরণের কাজ করতে সক্ষম কোন ব্যক্তি নেই) আশ্রয়স্থল উন্নতকরণ সম্পর্কিত সহায়তা প্রদান করতে, ট্রানজিশনাল শেল্টার অ্যাসিস্ট্যান্স (টিএসএ-২) কর্মসূচির আওতায়, দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন সংক্রান্ত কার্যক্রমবিশিষ্ট আশ্রয় উন্নতিকরণ প্রশিক্ষণে ক্যাম্প ১৮-এর ৯০ জন কাঠমিস্ত্রি অংশগ্রহণ করেছে। ক্যাম্প ১৮ এবং ২০-এ অতি বিপন্ন ২৩২টি গৃহস্থালি আশ্রয় সহায়তা লাভ করেছে। ক্যাম্প ১৮-এ অতি বিপন্ন ২৬৬টি গৃহস্থালি কুলিদের সহায়তা লাভ করেছে।

অধিকতর নিরাপদ আশ্রয়স্থল নির্মাণের কাজে সুবিধাভোগীদের সহায়তা প্রদানে হ্নীলা ও সাবারং ইউনিয়নের নির্দিষ্ট এলাকাসমূহের কাঠমিস্ত্রিদের কারিগরি প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। নভেম্বরে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ৪৫০ জন কাঠমিস্ত্রির মধ্যে ৩৭৮ জন উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে।

এনএফআই ভাউচার কর্মসূচির আওতায়, ৪২৩টি গৃহস্থালি নন-ফুড আইটেম লাভ করেছে। এর পাশাপাশি, ক্যাম্প ২০-এর ৫৫টি অতি বিপন্ন গৃহস্থালি এবং ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনের ১৪০টি অতি বিপন্ন গৃহস্থালি কুলিদের সহায়তা লাভ করেছে।

প্রতিটি গৃহস্থালির স্বকীয় চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় উপকরণ বাছাই করতে সুবিধাভোগীদের অবগত করতে, নভেম্বরে ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনে সর্বমোট ২,২৯০ জন ব্যক্তিকে এনএফআই ভাউচার কর্মসূচি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

আইওএম-এর জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদান কর্মসূচির আওতায়, এই দলটি প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ক্যাম্প ৮ডব্লিউ, ৯, ১০, ১৮, ২০, ২০ এক্সটেনশন, ২৩, ২৪, এবং ২৫-এর ক্ষতিগ্রস্ত গৃহস্থালি এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয় বা অন্যান্য সমস্যার কারণে স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের মধ্যে ২৯৮টি জরুরি আশ্রয় প্যাকেজ বিতরণ করেছে। আইওএম-এর কমন পাইপলাইন সহযোগী সংস্থাসমূহ ক্যাম্প ৮ এক্সটেনশন, ১৬ এবং ১৯-এর গৃহস্থালিসমূহের মধ্যে আরো ৬০টি জরুরি আশ্রয় প্যাকেজ বিতরণ করেছে। উক্ত ২৯৮টি গৃহস্থালির মধ্যে ক্যাম্প ৮ডব্লিউ, ৯, ১০, ১৮, ২৩ এবং ২৫-এর অতি বিপন্ন ৩৮টি পরিবারকে কুলি এবং নির্মাণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আশ্রয়স্থল উন্নয়নের জন্য উপকরণ কিনতে নগদ সহায়তা পাওয়ার পূর্বে সর্বমোট ৯০২ জন সুবিধাভোগী জন্য নিরাপদ আশ্রয় উন্নতকরণ বিষয়ক একটি পরিচিতিমূলক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য, আশ্রয় সহায়তা বিষয়ক প্রক্রিয়াসমূহ এবং নগদ কিস্তি বিষয়ক একটি কমিউনিটি বৈঠকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মোট ৪১৯ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেছে।

১৬৩,১৯৮টি মাস্ক ১-১৭ বছর বয়সী শিশুদের জন্য আইওএম-এর এওআর-এ বিতরণ করা হয়েছে

৫,৪৫৩টি গৃহস্থালি ট্রানজিশনাল শেল্টার অ্যাসিস্ট্যান্স (২য় পর্যায়ের) পেয়েছে, যাদের মধ্যে ৩,৬৪৬ টি গৃহস্থালি সরাসরি আইওএম-এর সহায়তা পেয়েছে এবং ১,৮০৭টি গৃহস্থালি ক্যাম্প ৮ এক্সটেনশনে কমন পাইপলাইন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহায়তা পেয়েছে

১,৮৫৬টি গৃহস্থালি (ক্যাম্প ২০-এর ৪২৩টি গৃহস্থালি এবং ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনের ১,৪৩৩টি গৃহস্থালি) এনএফআই ভাউচার কর্মসূচির মাধ্যমে এনএফআই সামগ্রী পেয়েছে

২০টি মিড-টার্ম শেল্টার (এমটিএস) ক্যাম্প ৮ এক্সটেনশনে নির্মিত হয়েছে

১৪,১১৯ শ্রম-দিন শেল্টার ক্যাশ-বেইজড ইন্টারভেনশনের আওতায় জরুরি কর্মকাণ্ডে কাজের-বিনিময়ে-নগদ অর্থ বিষয়ক কার্যক্রম এবং অন্যান্য ধরণের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের মাধ্যমে সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে

পানি, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ)

২০টি গভীর নলকূপ পশ্চিম পাল্লাশিয়ায় (উখিয়ার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একটি গ্রাম) স্থাপন করা হয়েছে

৬০০টি একক পিটবিশিষ্ট ল্যাট্রিন উখিয়ার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর গ্রামগুলোতে স্থাপন করা হয়েছে

৬২টি জরুরি ল্যাট্রিন ক্যাম্প ৯, ১২ এবং ১৮-তে স্থাপন করা হয়েছে

২৪৭,৫০০ লিটার পানি ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনের সারি আইটিসি-তে বিতরণ করা হয়েছে

২৫,০৬৬টি সাবান কিট বিতরণ করা হয়েছে

প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে আইওএম-এর ওয়াশ দলসমূহ ক্যাম্প ৮ডব্লিউ, ৯, ১০, ১৮, ২০, ২০ এক্সটেনশন এবং ২৩-এ বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ২৫,০৬৬টি সাবান কিট বিতরণ করেছে। প্রতিটি সাবান কিটে আটটি গোসল করার সাবান এবং সাতটি কাপড় ধোয়ার সাবান রয়েছে যা ক্যাম্পে বসবাসরত সাধারণ একটি শরণার্থী পরিবারের এক মাসের চাহিদা পূরণ করবে। কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধে, আইওএম অংশীদার সংস্থাসমূহ শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং জনসমাগম এড়িয়ে গৃহস্থালি পর্যায়ে সাবান কিট বিতরণ করেছে।

আইওএম-এর ওয়াশ নীতিমালা অনুসারে, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহ কোভিড-১৯ প্রতিরোধ, খাদ্য নিরাপত্তা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত চর্চা সম্পর্কিত বার্তা প্রচার করেছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ ১৪০,০৪০টি গৃহস্থালি পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অধিবেশনে মাধ্যমে ২৪৩,১৫৩ জন সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছেছে। এর পাশাপাশি, সহযোগী সংস্থাসমূহ মেগাফোন ব্যবহার করে সচেতনতামূলক অধিবেশন পরিচালনার মাধ্যমে ১৫৬,৪৩৯ জন সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছেছে।

বিগত মাসে আইওএম-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ ক্যাম্প ২ডব্লিউ-এর পরিবারগুলোর মধ্যে গৃহস্থালি পর্যায়ের ৬৮টি হাত ধোয়ার ডিভাইস বিতরণ করেছে। প্রতিটি ডিভাইসের মধ্যে ছিল পানির কলসহ একটি বালতি, বালতি রাখার একটি স্ট্যান্ড এবং বর্জ্য পানি সংগ্রহ ও ফেলে দেওয়ার জন্য একটি বালতি। আইওএম-এর এওআর-এর আওতাধীন ক্যাম্পসমূহ এবং আইওএম-এর বাস্তবায়ন সহযোগী একটি সংস্থার মাধ্যমে যে একটি অতিরিক্ত ক্যাম্পে আইওএম ওয়াশ সেবা প্রদান করছে, সেই সকল ক্যাম্পসমূহে ওয়াশ ইউনিট ৫৮,৪৬৭টি ডিভাইস প্রদান করেছে।

নভেম্বরে আইওএম উখিয়ায় অবস্থিত নিজস্ব পরীক্ষাগারে পানির মান মনিটরিং বিষয়ক পরীক্ষা পরিচালনা করেছে। কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

বিগত মাসে এই দলটি ওয়াশ স্থাপনা এবং কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহকে ৫% ক্লোরিন দ্রবণ দ্বারা জীবাণুমুক্তকরণ করেছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে ক্যাম্প ১২, ২৪ এবং ২৫-এর ওয়াশ স্থাপনা এবং কমিউনিটির গুরুত্বপুর্ণ স্থানসমূহকে জীবাণুমুক্তকরণ করা অব্যাহত রাখতে ওয়াশ ইউনিট বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা ডিএসকে ও সুশীলনকে-কে সর্বমোট ৩২০ কেজি ৬৫% এইচটিএইচ ক্লোরিন প্রদান করেছে। এর পাশাপাশি, আইওএম সর্বমোট ১৯৪টি ব্যাকপ্যাক স্প্রেয়ার এবং ৪,৪৯৩ কেজি ৬৫% এইচটিএইচ ক্লোরিন বিতরণ করেছে।

গৃহস্থালি পর্যায় থেকে বর্জ্য পৃথকীকরণ শুরু করতে, আইওএম লাল ও সবুজ রঙের গৃহস্থালির ময়লা ফেলার বিন বিতরণ করে চলেছে এবং কমিউনিটি সদস্যদেরকে এই বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে আইওএম তাদের বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ক্যাম্প ৯, ১০, ১১ ও ১৩-এ সর্বমোট ২৮,৬৪০টি গৃহস্থালির ময়লা ফেলার বিন বিতরণ করেছে। জৈব ও অজৈব বর্জ্য পৃথক করার জন্য প্রতিটি গৃহস্থালি একটি লাল এবং একটি সবুজ রঙের ময়লা ফেলার বিন পেয়েছে। গৃহস্থালি পর্যায়ে, সহযোগী সংস্থাসমূহ সর্বমোট ১০১,৬০৪টি ময়লা ফেলার বিন বিতরণ করেছে।

গ্রাউন্ডওয়াটার রিলিফ (জিডব্লিউআর) এবং সলিডারিটি ইন্টারন্যাশনাল (এসআই)-এর সাথে সম্মিলিতভাবে, আইওএম নভেম্বরে সাত দিন ব্যাপী একটি জিওফিজিক্যাল জরিপ পরিচালনা করেছে। কক্সবাজারে আইওএম-এর ১,২০০ মিটার তারসহ একটি এবিইএম এলএস২ টেরামিটার রয়েছে। টেকনাফ অঞ্চলে বিদ্যমান পানির উৎসসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে এবং টেকনাফের শরণার্থী ক্যাম্পে পানি সরবরাহ করতে পারে এই ধরণের বোরহোলের সম্ভাব্য সাইট সনাক্ত করার লক্ষ্যে, বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের টমোগ্রাফির মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করতে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হত।

ওয়াশ ইউনিট আইওএম-এর ওয়াশ সম্পর্কিত নিয়মিত কার্যক্রম এবং কোভিড-১৯ বিষয়ক সাড়াদান কর্মসূচিসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে ওয়াশ খাত, হাইজিন প্রমোশন টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), সিআইসি এবং আরআরআরসি-এর সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করা অব্যাহত রেখেছে। ইউনিটটি ক্যাম্পে ওয়াশ খাত সম্পর্কিত কোভিড-১৯ সাড়াদান কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কিত নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা এবং ব্রিফিং তৈরি করা করে চলেছে।

ওয়াশ ক্যাম্প ফোকাল পয়েন্ট এবং আইওএম-এর বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্মী চলাচলের সীমাবদ্ধতাসহ সম্ভাব্য লকডাউনের পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে, আইওএম এওআর-এর আওতাধীন প্রতিটি ক্যাম্পের জন্য একটি ব্যবসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পরিকল্পনা (বিসিপি) প্রস্তুত করেছে।

১৮-১৯ নভেম্বরে ক্যাম্পের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এসডব্লিউএম) ম্যাপিং-এর জন্য একটি পরিচালনাগত পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে আইওএম কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এসডব্লিউএম) বিষয়ক একটি কর্মশালা আয়োজন করেছে। উক্ত কর্মশালায় সহযোগী এনজিও এবং আইওএম-এর ৪৪ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেছে।

২৫ নভেম্বর এই ইউনিটটি প্রকল্প কার্যক্রম, প্রক্রিয়াসমূহ, অসম্পূর্ণতা ও ২০২০-এ মোকাবেলা করা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং ২০২১-এর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন সহযোগী এনজিও-গুলোকে নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করেছে। উক্ত কর্মশালায় সহযোগী এনজিও এবং আইওএম-এর ৩৪ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেছে।

এই মাসে আইওএম-এর সহযোগী এনজিও-গুলো স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণামূলক সর্বমোট ১৪০,০৪০টি অধিবেশন পরিচালনা করেছে। ওয়াশ স্থাপনাসমূহের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অধিবেশন এবং আইওএম-এর বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্যবিধির প্রচারণামূলক উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে, বিগত মাসে ২৪৩,১৫৩ জন ব্যক্তি জীবন রক্ষাকারী ওয়াশ সহায়তা লাভ করেছে।

সাইট রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রকৌশল প্রকল্প (এসএমইপি)

২,৯১৬ মিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে

১১৫ মিটার নর্দমা স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে

৬৬,৯৬৮ মিটার নর্দমা পরিষ্কারের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে

৩,১৬০ মিটার ভূমি ঢাল স্থিতিশীলকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে

৭,৩৮৭ মিটার খাল পরিষ্কারের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে

অবকাঠামো

আইওএম এসএমইপি-কে আর্মি রোড রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত। এই সড়কটি ক্যাম্পের সকল এলাকার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সড়ক হিসেবে কাজ করছে। এই মাসে আর্মি রোডে সর্বমোট ২১৭ বর্গমিটার সড়ক নির্মাণ, ২০৯ বর্গমিটার সড়ক মেরামত, ২৫,৮৩৭ বর্গমিটার নালা নিষ্কাশন এবং ২,৫৪০ বর্গমিটার খাল নিষ্কাশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উত্তর আর্মি রোডে (ক্যাম্প ৩-এ) সড়ক মেরামত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আইওএম-এর হাসপাতাল সড়কের নির্মাণ কাজ শতকরা ৪০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ভূমিধসরোধে সর্বমোট ৫৫০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে ভূমির ঢাল স্থিতিশীলকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

টেকনাফ অঞ্চলের ক্যাম্প ১৫, ২১, ২২, ২৪ ও ২৬-এ সড়ক মেরামত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এই অঞ্চলে বর্ষাকালীন ভারী বৃষ্টিপাত এবং মাটি ক্ষয়ের কারণে সড়কগুলো অধিক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এই নির্মাণ কাজের মধ্যে কার্ব ও গাটার স্থাপন এবং এইচবিবি ইট অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এই মাসে এই দলটি ২,৯১৬ বর্গমিটার (টেকনাফ অঞ্চলের ক্যাম্প ১৪, ১৫, ২১, ২২, ২৪ ও নয়াপাড়া আরসি-তে ১,৮১২ বর্গমিটার, ক্যাম্প ২১-এ ৭৬৭ বর্গমিটার এবং ক্যাম্প ১৫ এক্সটেনশনে ৬২৭ বর্গমিটার) সড়ক মেরামত কাজ সম্পন্ন করায় বিভিন্ন ধরণের যানবাহন সহজেই ক্যাম্পগুলোতে প্রবেশ করতে পারছে। লেদা ও নয়াপাড়ায় নর্দমা নির্মাণ এবং সড়ক মেরামতের কাজ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, টেকনাফের ক্যাম্প ১৫, ১৯, ২১, ২২, ২৪, ২৬, ২৭ ও নয়াপাড়া আরসি-তে খাল নিষ্কাশনের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

এই মাসে খনন, প্রাক-কাস্ট স্ল্যাব সেটআপ, ইটের কাজ, প্লাস্টারিং, আরসিসি এবং সিসি-এর কাজ সহ সর্বমোট ১১৫ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে নালা নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। লেদা ও নয়াপাড়ায় নালা নির্মাণ এবং সড়ক মেরামত কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে।

বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত এবং জলাবদ্ধতার কারণে সহজেই বন্যা দেখা দিতে পারে। গত মাসে ৬৬,৯৬৮ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে নালা নিষ্কাশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে (উত্তর আর্মি রোড ফরোয়ার্ড অপারেটিং বেস (এফওবি)-এর আওতাধীন ক্যাম্প ৩, ৪ ও ১ এক্সটেনশনে ১৮,৫৫০ বর্গমিটার এবং ক্যাম্প ১৫, ২১, ২২, ২৪, ২৬ ও ২৭-এ ৯,৭০০ বর্গমিটার)। লামবাশিয়ায় নালা নিষ্কাসন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

এই মাসে, সর্বমোট ৭,৩৮৭ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে খাল নিষ্কাশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে (টেকনাফে ক্যাম্প ২৪ ও ২৬-এ ৩,৯৬৭ বর্গমিটার এবং উখিয়ার ক্যাম্পসমূহে ৪,৮৪৭ বর্গমিটার)।

মাটির কাজ

সর্বমোট ৩,১৬০ বর্গমিটার এলাকার ঢাল স্থিতিশীলকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে (ক্যাম্প ৮ এক্সটেনশনে পানবাজার এফওবি দল কর্তৃক সম্পন্ন ২,৩০৪ বর্গমিটার; ক্যাম্প ১০-এ ৩২৪ বর্গমিটার; ক্যাম্প ৫-এ ১৬০ বর্গমিটার)। প্রাথমিকভাবে ক্যাম্প ১০-এ সর্বমোট ৬৩০ বর্গমিটার সাইট প্রস্তুতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

কুতুপালং আরসিতে, সিআইসির অনুরোধে সাড়া দিয়ে, ইউএনএইচসিআর কার্যালয়ের পিছনে একটি গাইড দেয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। ক্যাম্প ২১-এর লেদা, চাকমারকুল, নয়াপাড়া আরসি এবং জামতলীতে ঢাল স্থিরকরণের কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই দলটি কেটিপি আরসি-তে বাঁশের প্রাচীর তৈরির পরিকল্পনা করেছে।

ঢালাইকরণ ইয়ার্ড সড়ক মেরামত, সাঁকো/নালা নির্মাণ এবং ঢাল স্থিতিশীলকরণ কার্যক্রমে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই ইয়ার্ডটি কংক্রিট ইনভার্ট, গতিরোধক, কার্ব ও গাটার, কংক্রিট ক্রিব ওয়াল নির্মাণের সামগ্রী, কংক্রিট স্ল্যাব, ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল, কংক্রিট পোস্ট ও পাইলসের মত বিভিন্ন প্রিকাস্ট সামগ্রী প্রস্তুত করে। নভেম্বরে এই ঢালাইকরণ ইয়ার্ড ৭০টি ইনভার্ট, ৩০টি গাটার, ৯৩০টি ড্রেন স্ল্যাব, ৮০টি আরসিসি স্ল্যাব, ৯৫টি সলিড ব্লক, ১০৫টি ক্যান্টিলিভার দেয়াল, ১,২৭০ ঘনফুট ইটের চিপস এবং ১১৫টি বাঁশের ঝুঁড়ি তৈরি করেছে।

এলজিইডি সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য

ক্যাম্প ২০-এর ফুটবল মাঠ থেকে ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশন পর্যন্ত বাঁশের বেড়া, সাঁকো, ক্রস ড্রেন এবং ঢাল নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সুরক্ষা দেয়ালের কাজ চলমান রয়েছে। নৌকা বাজার থেকে ক্যাম্প ৬ পর্যন্ত সড়কের বক্স কাটার কাজ শুরু হয়েছে। ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশন সিআইসি অফিস থেকে ক্যাম্প ১৯ পর্যন্ত সড়ক ও সুরক্ষা দেয়াল নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সড়ক সুরক্ষার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ক্যাম্প ১২ সিআইসি অফিস থেকে ক্যাম্প ২০ পর্যন্ত সড়কের ঠিকাদার বর্তমানে নির্মাণ সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করেছে এবং নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। তেলখোলা থেকে মোচারখোলা সড়কের ছয় নম্বর সাঁকোর কাজ শেষ হয়েছে এবং ইউ-ড্রেনের কাজ চলছে। ক্যাম্প ১২ থেকে তেলখোলা সড়কের মাটি কাটা ও ভরাট করা এবং ক্রস ড্রেনের কাজ শেষ হয়েছে। জামতলী মাঠ শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ, বাগগোনা সড়কের ক্রস ড্রেন নির্মাণ এবং এইচবিবি-এর কাজ ৭০০ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এন.আই. চৌধুরী সড়কের পলিসেড বেড়া ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রাচীরের কাজ শেষ হয়েছে এবং রাস্তা প্রশস্তকরণের কাজ চলছে। হাজীপাড়া মোক্তার সওদাগর সড়কে ইটের খোয়া বিছানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই ক্যাম্প ২০ এফডিসি থেকে ডিএএম বিদ্যালয় শিক্ষা কেন্দ্র পর্যন্ত পার্বত্য ঢাল সুরক্ষার কাজ শুরু হবে।

নভেম্বরে আইওএম-এর এসএমইপি দল ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনে একটি পাইপ কালভার্ট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে। কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

সামাজিক সংহতি

ক্যাম্প ৪ এক্সটেনশন এবং ২০ এক্সটেনশনে আইওএম, ইউএনএইচসিআর এবং ইউএনডিপি যৌথভাবে কমিউনিটি সুরক্ষা বিষয়ক পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পে ১,৫০০ জন পুলিশ কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) ১৪ এবং ১৬-কে মোতায়েন করা হয়েছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও আনুষঙ্গিক প্রেক্ষাপটের বিষয়ে সদ্য মোতায়েন করা বাহিনীর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউএনএইচসিআর, আইওএম এবং ইউএনডিপি যৌথভাবে উখিয়ার মধুছড়া এপিবিএন ক্যাম্পের আওতাধীন বিভিন্ন ক্যাম্পে কর্মরত ১৯০ জন এপিবিএন কর্মীর জন্য অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচটি প্রাক-মোতায়েন প্রশিক্ষণ অধিবেশন আয়োজন করেছে।

এই প্রকল্পটি ক্যাম্প ৪ এক্সটেনশন ও ২০ এক্সটেনশনে কমিউনিটি সুরক্ষা ফোরাম (সিএসএফ) তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই ফোরামগুলোর উদ্দেশ্য হল পুলিশের সাথে সংলাপ বিনিময়ের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা এবং শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থে সচেতনতা বৃদ্ধি, সংঘাত নিরসন সংক্রান্ত সক্ষমতা উন্নয়ন ও ছোট আকারের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করবে, এই ধরণের সুরক্ষা কমিউনিটি পরিকল্পনা যৌথভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাধান প্রস্তাব করা।

কমিউনিটির নেতৃত্বদানকারী নির্বাচিত কমিটি, মহিলা, যুবক, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত কমিউনিটি গ্রুপ এবং ওয়াশ ও আশ্রয় কমিটিসহ ক্যাম্পগুলোতে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শরণার্থী গ্রুপ থেকে সিএসএফ সদস্যদের নির্বাচন করা হবে। এই সকল সংস্থাসমূহ ইতোমধ্যে সিআইসি থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে এবং বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ সম্পন্ন করেছে।

এছাড়াও, আইওএম ২০২১-এর মার্চের মধ্যে ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশন, ২২ ও ২৫-এ তিনটি পুলিশ সুরক্ষা কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। এই কেন্দ্রগুলোতে ক্যাম্পের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যথাক্রমে ৭০ জন, ৪০ জন এবং ৪০ জন কর্মী নিযুক্ত থাকবে।

জ্বালানি ও পরিবেশ (ইই)

ডিসেম্বরের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে ২০২১-এর মার্চ পর্যন্ত আইওএম, ইউএনএইচসিআর এবং ডব্লিউএফপি কক্সবাজারের ক্যাম্পে বসবাসরত সকল রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে নতুন স্কোপ কার্ড বিতরণ করবে যা খাদ্য রেশন এবং এলপিজি রিফিল সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হবে। নকল এবং অন্যান্য পরিচালনাগত প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করতে তিনটি সংস্থা তাদের সুবিধাভোগীদের তালিকা একত্রিত করেছে এবং একাধিক বৈঠক আয়োজন করেছে। এই বৈঠকগুলোতে তারা ১৫ দিনের মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিতরণের বিষয়ে (৪৫ দিনের পরিবর্তে) একমত হয়েছে।

২০২০-এর অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে, বাংলাদেশ সরকার ক্যাম্পগুলোর চারপাশে বেড়া তৈরি করা শুরু করেছে। যাতে সুবিধাভোগীরা সহজে এলপিজি পেতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে আইওএম-এর এলপিজি দল ক্যাম্পগুলোর সীমানার অভ্যন্তরে এলপিজি বিতরণ কেন্দ্র নির্মাণ জন্য স্থান নির্ধারণ করেছে। সিআইসি-এর সহায়তায় ক্যাম্প ১৪, ১৫ এবং ২২-এ এই কেন্দ্র স্থাপনের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইউএনএইচসিআর আইওএম-কে ৪,৫৬৭টি রান্না করার চুলা সরবরাহ করেছে যা ক্রমান্বয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া চুলার বদলে প্রদান করা হবে। এছাড়া, আইওএম ক্যাম্প ২ডব্লিউ-এ যৌথ প্রাক-পাইলট বিতরণ প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ এবং প্রেসার কুকার প্রদানে ইউএনএইচসিআর-কে সহায়তা করেছে।

আইওএম-এর এলপিজি দল কোবো প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে তাদের এলপিজি বিষয়ক দৈনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার উপকরণ প্রচলন করেছে। এই নতুন উপকরণটির কারণে বিতরণ কেন্দ্রগুলোতে কমিউনিটি মোবিলাইজাররা দৈনিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন আরো ভালভাবে প্রস্তুত করতে এবং আরো নির্ভুলভাবে ও সময়মত আনুষঙ্গিক উপাত্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। সংগৃহীত উপাত্ত নতুন এলপিজি ড্যাশবোর্ডে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা এলপিজি সম্পর্কিত অর্জনগুলোকে আরও ভালভাবে প্রকাশ করে।

সেইফপ্লাসের আওতায়, আইওএম এবং বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা প্রত্যাশী কাঠের শিল্পকর্ম বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

এর পাশাপাশি, আইওএম মাসিক সভায় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, এনএফই/টোটালের সাথে এলপিজি বিতরণ পরিচালনা করে এবং ভারী যানবাহনে ক্যাম্পগুলোতে এলপিজি সিলিন্ডার পরিবহনকারী কর্মীদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা প্রশিক্ষণের বিষয়ে আলোচনা করেছে।

নভেম্বরে আইওএম-এর জ্বালানি ও পরিবেশ দল এলপিজি বিতরণের পাশাপাশি আশ্রয় দলকে ৪৭৯,৪০০টি ফেস মাস্ক (উখিয়ার জন্য ৪৫০,৭৮৪টি ফেস মাস্ক এবং টেকনাফের জন্য জন্য ২৮,৬১৬টি ফেস মাস্ক) বিতরণে সহায়তা করেছে। কোভিড-১৯ সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুসারে, সুবিধাভোগী, কুলি, স্বেচ্ছাসেবক এবং কমিউনিটি মোবিলাইজারদের মধ্যে এই সকল মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

নভেম্বরে মোট ২৬৭টি গৃহস্থালি (২২৩টি রোহিঙ্গা গৃহস্থালি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ৪৪টি গৃহস্থালি) নতুন এলপিজি কিট পেয়েছে যার মধ্যে সিলিন্ডার, চুলা, রেগুলেটর এবং হোস পাইপ রয়েছে। উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ১০ টি ইউনিয়নে ১৬টি আইওএম ক্যাম্পে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সুবিধাভোগীদের মধ্যে এই সকল কিট বিতরণ করা হয়েছে। এই মাসে মোট ১০১,১৪৬টি গৃহস্থালি (৭৪,৯৫৫টি রোহিঙ্গা গৃহস্থালি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ২৬,১৯১টি গৃহস্থালি) এলপিজি রিফিল পেয়েছে। বয়স্ক ব্যক্তিদের নেতৃত্বাধীন মোট ২,৬৯১টি গৃহস্থালি (১,১৮১ জন পুরুষ এবং ১,৫১০ জন নারী) গৃহস্থালি পর্যায়ে এলপিজি বিতরণের সহায়তা পেয়েছে (বর্তমান সময় পর্যন্ত সর্বমোট ১৪,৪৬৩ জন ব্যক্তি এই সেবা থেকে উপকৃত হয়েছে)।

দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন

মহেশখালীতে ১,৪৪০ জন স্বেচ্ছাসেবকের সক্ষমতা বাড়াতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিকে (সিপিপি) আইওএম সহায়তা করছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত মাসে ২৭০ জন স্বেচ্ছাসেবকের জন্য প্রাথমিক দক্ষতা বিকাশ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। সর্বমোট ৭২০ জন কমিউনিটিভিত্তিক সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক এখন পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখিত মাসে, কমিউনিটির ঝুঁকি মূল্যায়ন (সিআরএ) এবং ঝুঁকি প্রশমন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা (আরআরপি) এর চূড়ান্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৩০জন অংশগ্রহণকারীকে তাদের ইউনিয়নগুলোতে সনাক্ত হওয়া ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং তারা আরআরপিতে প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থার বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখিত মাসে, ২৮টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র (উখিয়ায় ১১টি এবং টেকনাফের ১৭টি) সম্পর্কিত সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণটি কমিটির ১৭১ জন সদস্যের জন্য আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণটি অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নিজ ভূমিকা এবং দায়িত্ব, সাইক্লোন আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম (সিইউইউএস) এবং জরুরিভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে জনসাধারণকে সরিয়ে নেওয়া সম্পর্কিত পরিকল্পনা অনুধাবনে সহায়তা করেছে। ২২ টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বাছাই হওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই সংস্কার কাজ শুরু হবে।

ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স (এফএসসিডি) ৪০০ এফএসসিডি স্বেচ্ছাসেবকের প্রশিক্ষণ বিষয়ক একটি পরিকল্পনা জমা দিয়েছে। আইওএম এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। এফএসসিডি ভূমিকম্প এবং অগ্নি নিরাপত্তার জন্য যোগাযোগ উপকরণ তৈরি করেছে যেগুলো কক্সবাজারের দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে (ডিআরআর) নিয়োজিত সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

জীবিকা

প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে, সেইফপ্লাস-এর আওতায়, আইওএম এবং বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা ইউনাইটেড পারপস যৌথভাবে ১৭টি ব্যাচে ৪২৫ জন জীবিকা সম্পর্কিত সুবিধাভোগীদের জন্য তিন দিনের "ব্যবসায় উদ্যোগ ও পরিকল্পনা" বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। ব্যবসায় পরিকল্পনা তৈরির পদ্ধতি, আয়-ব্যয়ের হিসাব, বাজারের চাহিদা বিশ্লেষণ, বিপণনের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পণ্য বিক্রয় পদ্ধতি সম্পর্কে উক্ত প্রশিক্ষণে সুবিধাভোগীদের ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ৩০ জন সুবিধাভোগী শুঁটকি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং স্থানীয় বাজারে বিপণন বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। সর্বমোট ৭৮ জন সুবিধাভোগী নগদ অর্থ সহায়তা পেয়েছে এবং তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা অনুযায়ী আয় সঞ্চারণমূলক কার্যক্রম শুরু করেছে।

বিগত মাসে সুবিধাভোগীগণ কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থের ভিত্তিতে সড়ক সংস্কারের চারটি কাজ সম্পন্ন করেছে। কমিউনিটির সদস্যরা এখন স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্থানীয় বাজারগুলিতে প্রবেশের জন্য মেরামত করা এই সকল সড়ক ব্যবহার করছে।

আইওএম এবং বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা প্রত্যাশী যৌথভাবে ২০ জন নারী সুবিধাভোগীর জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। এর পাশাপাশি, টেকনাফের হ্নীলায় ২৪ জন সুবিধাভোগী শাকসবজি উৎপাদন বিষয়ক ৩ দিনের একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। উখিয়ার জালিয়াপালংয়ের ১১ জন সুবিধাভোগী ছাগল পালনের বিষয়ে ২ দিনের একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। এই প্রশিক্ষণে তারা ছাগলের জীবনচক্র, খাদ্য এবং সম্ভাব্য রোগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে। ক্যাম্প ৯-এ, ৩৬ জন সুবিধাভোগী দেশী মুরগির খামার বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে নিয়েছিলেন।

নভেম্বরে, সেইফপ্লাস কর্মসূচির মাধ্যমে, আইওএম এবং বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা প্রত্যাশী যৌথভাবে ১৫ জন সুবিধাভোগীর জন্য কাঠের শিল্পকর্ম বিষয়ক ১৫ দিনের একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। এছাড়াও, উখিয়ায় অবস্থিত ৫৫ জন অংশগ্রহণকারী ব্যবসায় উদ্যোগ বিকাশ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল ২০ জন সুবিধাভোগীর জন্য সেলাই আয়োজন করেছে। এছাড়াও ১০ জন সুবিধাভোগী মাছ চাষ এবং ২০ জন সুবিধাভোগী ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি, ২০ জন সুবিধাভোগী মুরগির খামার এবং ৯০ জন সুবিধাভোগী শুঁটকি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবসা শুরু করতে নগদ অর্থ সহায়তা (১৫,০০০ টাকা) পেয়েছে।

সেইফপ্লাস-এর আওতায়, আইওএম এবং বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা শেড ৬৮ জন সুবিধাভোগীর জন্য একটি ব্যবসায় উদ্যোগ বিকাশ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। এছাড়াও, আইওএম এবং শেডের যৌথ উদ্যোগে ১,২০০ জন সুবিধাভোগী পুষ্টি, দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন (ডিআরআর), নারীর ক্ষমতায়ন, লৈঙ্গিক সমতা এবং জিবিভি বিষয়ক প্রশিক্ষণও লাভ করেছে।

এর পাশাপাশি, সেইফপ্লাস-এর আওতায়, আইওএম এবং বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা ব্র্যাক ক্যাম্প ১০, ১৪, ১৫, ১৯ এবং ২২-এ ৫০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীর জন্য টাওয়ার গার্ডেনিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করেছে। উক্ত প্রশিক্ষণে ভূমি প্রস্তুতকরণ, মানসম্পন্ন বীজ সনাক্তকরণ এবং জৈব কীটনাশক ও সার ব্যবহারের সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, ২,৫০০ জন সুবিধাভোগী তাদের নিজস্ব বসতবাড়িতে শাকসবজি চাষ শুরু করার জন্য ক্ষুদ্র বাগান করার সরঞ্জাম ও উপকরণ লাভ করেছে এবং ৫০ জন সুবিধাভোগী বীজ উৎপাদন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এই বীজগুলো কমিউনিটি উদ্যানের সুবিধাভোগী এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা যেতে পারে। আরও ৫০ টি শাকসবজি ব্যবসায়ী উৎপাদকদের কাছ থেকে শাকসবজি সংগ্রহ করার পদ্ধতি এবং উচ্চতর মূল্যে শাকসবজি বিক্রয়ের স্থানগুলো সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

নভেম্বরে এসএম দলসমূহ ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা বিষয়ক প্রাথমিক প্রস্তুতি এবং সাড়াদান অনুশীলনের অধিবেশ আয়োজন করেছে। কপিরাইটঃ আইওএম ২০২০

কোভিড ১৯ সম্পর্কিত সাড়াদান

সাইট ব্যবস্থাপনা দলসমূহ কোভিড-১৯ সম্পর্কিত ৯,৮৯৭টি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অধিবেশন পরিচালনা করেছে। এই সকল অধিবেশনে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রচারিত বার্তা, গৃহস্থালি পর্যায়ে পরিদর্শন, রেডিও শোনার অধিবেশন এবং ভিডিও অধিবেশনের মাধ্যমে ৫৮,১৬৮ জন ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো হয়েছে।

এর পাশাপাশি, প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে, পয়েন্ট অফ এন্ট্রি (পিওই)-তে মোট ৬৮,২১৭ জন ব্যক্তিকে স্ক্রিনিং করা হয়েছিল। সেই সময় ১৪ জন ব্যক্তি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে যাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে রেফার করা হয়েছে। কোয়ারেন্টাইন স্থাপনাসমূহের সক্ষমতা/উদ্দেশ্য সম্পর্কে কমিউনিটির সদস্যদের অধিকতর সচেতন করে তুলতে, ক্যাম্প ১৮, ২০ এবং ২০ এক্সটেনশনে চারটি দলের ৬০ জন ব্যক্তির জন্য "ভ্রমণ এবং পরিদর্শন" সফরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক্যাম্প ২৪ এবং ২৫-এ কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত একজন রোগীর সম্পর্কে রিপোর্ট করা হয়েছিল। আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের খুঁজে বের করে বিদ্যমান সেবাসমূহ ও কোয়ারেন্টাইনের সময় সেগুলো কিভাবে পাওয়া যেতে পারে সেই সকল বিষয়ে অবগত করতে সহায়তা করার জন্য সাইট ব্যবস্থাপনা দলসমূহকে একত্রিত করা হয়েছে। এই দলসমূহ পানির প্রাপ্যতাসহ আইপিসি সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনা যথাযথ ছিল কিনা সেটি নিশ্চিত করতে আইওএম-এর ওয়াশ দলসমূহের নিকট আক্রান্ত ব্লকগুলোকে রেফার করেছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত মাসে মৃত্যু ও মৃতদেহের সৎকার বিষয়ক মনিটরিং কমিটি অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে ২১টি মৃত্যুর খবর জানিয়েছে।

ক্যাম্প ২২-এ এই দলসমূহ বিভিন্ন কমিটির সদস্য এবং কমিউনিটি সদস্যদের মধ্যে ১৩২টি ফেস মাস্ক বিতরণ করেছে। সুরক্ষা সহযোগী সংস্থা, কোস্ট ট্রাস্ট ৩৮০ জন কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ৩,০৪০টি ফেস মাস্ক বিতরণ করেছে। ক্যাম্প ২৫-এ এ এই দলসমূহ বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের মধ্যে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য ফেস মাস্ক বিতরণ করেছে।

টেকনাফের ক্যাম্পের স্বাস্থ্য বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট সেরোপ্রেভ্যালেন্স জরিপের বিষয়ে সিআইসি, সাইট ব্যবস্থাপনা খাত, মাঝি এবং ধর্মীয় নেতাদের সাথে একটি বৈঠক করেছে। ডব্লিউএইচও এবং আইইডিসিআর স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে ২৪টি ক্যাম্প থেকে ৬,০০০ নমুনা সংগ্রহের পরিকল্পনা করছে। এই গবেষণার লক্ষ্য হল জনগোষ্ঠী কোভিড-১৯-এ সংক্রমণের কোন মাত্রার ঝুঁকিতে রয়েছে সেটি অনুধাবন করা।

কমিউনিটি প্রকল্পসমূহ

নভেম্বরে এই দলসমূহ ক্যাম্প-৯-এ ১৫ জন প্রতিবন্ধী নারীর জন্য বালিশ খেলা আয়োজন করেছে। ক্যাম্প ১০-এ কমিউনিটির নেতৃত্বে দুইটি অবসর এবং ক্রীড়া প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। ৫৫ জন নারীর জন্য একটি মিউজিক্যাল চেয়ার খেলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৪৫ জন যুবক কেইন বল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।

ক্যাম্প ১৫-এ কমিউনিটির ১৭ জন নারী সদস্য কেক উৎসবে অংশ নিয়েছে। ক্যাম্প ১২-এ এই দলটি বালিকা ও বালক কমিটির নেতাদের সহায়তায় কমিউনিটির নেতৃত্বাধীন একটি প্রকল্পের জন্য ক্রীড়া উপকরণ বিতরণ করেছে। এই দলটি প্রতিটি স্পোর্টস হাবের জন্য একটি ক্যারাম বোর্ড, দুইটি লুডু বোর্ড, একটি ভলিবল, একটি ফুটবল, একটি নেট এবং দুটি বাঁশি বিতরণ করেছে। আইওএম কর্তৃক পরিচালিত কমিউনিটির নেতৃত্বাধীন প্রকল্পের অংশ হিসেবে, এই দলটি ক্যাম্প ৮ এক্সটেনশনে যুব কমিটির নেতৃত্বে একটি কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। সিসির সভাপতিত্বে এই প্রতিযোগিতায়, এসএমএসডি খাতের সমন্বয়ক, মাঝি এবং ইমামরা উপস্থিত ছিলেন। ক্যাম্প ৮ ডব্লিউ-এর দলটি একটি যুব কমিটির সাথে একটি স্পোর্টস হাব উদ্বোধন করেছে এবং এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল (ডিআরসি) যুব কমিটির সদস্যদের নিকট ক্রীড়া সামগ্রী হস্তান্তর করেছে।

এফএও-এর সহায়তায়, ক্যাম্প ২০-এর দলটি শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি হিসেবে ৪১ জন যুবককে নিয়ে তামাকের পাতা ব্যবহার বিষয়ক একটি কমিউনিটি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ক্যাম্প ২৪-এ বালক ও বালিকাদের জন্য একটি শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

শিশু সুরক্ষা বিষয়ক নিরীক্ষার অংশ হিসেবে, ক্যাম্প ৯-এ, এই দলসমূহ বিভিন্ন সাইট পরিদর্শন করেছে এবং রেফার করা কেসগুলোর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জেনেছে। সর্বমোট ৩৭ টি সাব-ব্লকে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে যার মধ্যে ১০টি সাব-ব্লকের কার্যক্রম সম্পন্ন রয়েছে এবং ১০টি সাব-ব্লকের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই দলটি ঝুঁকিপূর্ণ সাইটগুলি সনাক্ত করার জন্য একটি সুরক্ষা বিষয়ক একটি নিরীক্ষা পরিচালনা করেছে যার মাধ্যমে ক্যাম্প ৮ ডব্লিউ-এর ঝুঁকিপূর্ণ সাইট সনাক্ত করা এবং ২৪টি সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্যাম্প ১২-এ সর্বমোট ২৭টি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পরবর্তী কর্মকাণ্ডের জন্য বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সাথে লব্ধ উপাত্ত সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে।

টেকনাফ এবং কেবিই-এর ক্যাম্পসমূহে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধমূলক ১৬ দিনের কর্মসূচি উদযাপিত হয়েছে। সাইট ব্যবস্থাপনা দলসমূহ ইভেন্টগুলোর তালিকা তৈরিতে সুরক্ষা ইউনিটকে সহায়তা প্রদান করেছে এবং নারী ও বালিকাদের পছন্দের কাজগুলোর বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শমূলক আলোচনা পরিচালনা করে। ক্যাম্প ২২ এবং ২৩-এ, বিভিন্ন সংস্থার নারী সহকর্মীদের ১৬ দিনের কর্মসূচি গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

নারী অংশগ্রহণ কর্মসূচি (ডব্লিউপিপি)

১০-১২ নভেম্বর এর মধ্যে কেবিই-তে পাইলট ডব্লিউপিপি ক্যাম্পগুলোর জন্য বেইজলাইন মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণটি কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আইওএম-এর এসএমএসডি, টিআরডি এবং সুরক্ষা দলসমূহের ২২ জন কর্মী এতে অংশগ্রহণ করেছে।

ক্যাম্প ৯, ১০, ১৮ এবং ২০ এক্সটেনশনে বিদ্যমান স্থাপনাসমূহের মানচিত্র তৈরি করার পাশাপাশি এই প্রশিক্ষণটির উদ্দেশ্য ছিল নারী ও বালিকাদের নিজ উদ্বেগসমূহ উপস্থাপনে প্রতিবন্ধকতা এবং সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা, সেবার সংস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অর্থবহ অবদান নিশ্চিত করা এবং জিবিভি সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে তাদের কমিউনিটির ধারণা সম্পর্কে জানতে পারা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা পরের সপ্তাহে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন পরিচালনা করে, যার মধ্যে মূল তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার এবং ক্যাম্পের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

টেকনাফে এসএম দলগুলো নারীদের নিজ কাজ সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়ার পরে রোপণ করা গাছ এবং চারার যত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সম্পৃক্ত করেছে। ক্যাম্প ২৪-এ মহিলা কমিটির সদস্যদের অংশগ্রহণে মানব পাচার সম্পর্কে একটি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অধিবেশন আয়োজিত হয়েছে। ১৮ জন নারীর জন্য নারীর অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব বিষয়ক ৪ দিনের একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

সক্ষমতা উন্নয়ন

প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে আমেরিকান রেড ক্রস, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্যাম্প ২২ এবং ২৩-এ ক্যাম্পের সাইট ব্যবস্থাপনা দলসমূহ ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার প্রস্তুতি এবং সাড়াদান অনুশীলন বিষয়ক একটি অধিবেশন পরিচালনা করে। এই অধিবেশন অংশগ্রহণকারীদের কমিউনিটির নিকট বার্তা পৌঁছানো, সিগন্যালিং ব্যবস্থা, পতাকা উত্তোলন, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং স্ট্রেচার বহনে তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই দলটি ক্যাম্প ২২-এ কমিউনিটি আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে এবং ক্যাম্প ২৩-এ সাব-ব্লকের নর্দমায় জমে থাকা বর্জ্য পরিষ্কারের জন্য ডিএমইউ-কে মোতায়েন করেছে। অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসমূহের কার্যকারিতা যাচাই করার লক্ষ্যে, এই দলটি ক্যাম্প পর্যায়ের ফায়ার পয়েন্ট এবং অগ্নি নির্বাপন সম্পর্কিত উপাত্ত হালনাগাদ করেছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশন এবং ২৪-এ আইডিয়াস বক্সের কর্মীরা আইওএম-এর সক্ষমতা দল কর্তৃক পরিচালিত এক দিনের এমএইচপিএস প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। চারটি ব্যাচের সর্বমোট ৩৪ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য মনোসামাজিক সহায়তা (পিএসএস) প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছে।

নভেম্বর মাসে কর্মীরা ক্যাম্প ৪ এক্সটেনশনে এসএমএসডি খাত কর্তৃক আয়োজিত সেবা মনিটরিং পাইলট বিষয়ক একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে। এই দলটি ক্যাম্প ৪ ডব্লিউ-এ ৯২ জন ডিএমইউ স্বেচ্ছাসেবকের জন্য ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার বিষয়ক একটি পরিচিতিমূলক অধিবেশন পরিচালনার জন্য বিডিআরসিএস/আইএফআরসিকে সহায়তা প্রদান করেছে। ক্যাম্প ১১-এর দলটি এসএমএসডি স্বেচ্ছাসেবক এবং ব্লক স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য চাহিদা সম্পর্কিত দ্রুত মূল্যায়ন বিষয়ক একটি পরিচিতিমূলক অধিবেশন পরিচালনা করেছে। ক্যাম্প ম্যানেজাররা সাইট ব্যবস্থাপনা খাত কর্তৃক আয়োজিত "ক্যাম্প লেভেল হোম-কোয়ারেন্টাইন রেফারেল ট্র্যাকার" বিষয়ক একটি অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। দুই সপ্তাহব্যাপী হোম-বেসড কোয়ারেন্টাইন রেফারেল ট্র্যাকিং-এর পাইলটিং করা হবে।

আইওএম-এর এসএম এবং সিডব্লিউসি দলসমূহের সাথে সমন্বয় করে, বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা বিবলিওথিকস ফ্রন্টিয়ারস "অংশগ্রহণকারীদের জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইডিয়াস বক্স এবং আইডিয়াস কিউের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ" প্রকল্পের আওতায় নিজস্ব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা অব্যাহত রেখেছে। তারা প্রতিটি আইডিবির (ক্যাম্প ১৮, ২০ এক্সটেনশন, ২৩ এবং ২৪) জন্য দক্ষতা মূল্যায়নের পাশাপাশি নতুন কোর্স এবং কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে চলেছে।

সাইট পরিকল্পনা এবং সাইট উন্নয়ন

সাইট উন্নয়ন দলসমূহ কমিউনিটির অনুরোধসমূহে সাড়াদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই সকল অনুরোধসমূহের মধ্যে রয়েছে বন্যার ঝুঁকি হ্রাসের জন্য নর্দমা নিষ্কাশন ও নর্দমা নির্মাণ, ক্যাম্পসমূহের অভ্যন্তরে চলাচলের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ এবং ভূমিধস সম্পর্কিত ঝুঁকি নিরসন।

কমিউনিটির অনুরোধে, ক্যাম্প ৯-এর দলটি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিপদের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য ইটের গাঁথুনি দিয়ে নর্দমা নির্মাণ করেছে, সংযোগ স্থাপনাসমূহে নিরাপদে চলাচলের জন্য ইটের পথ তৈরি করেছে, গৃহস্থালি পর্যায়ে ভূমির ঢাল স্থিতিশীলকরণের জন্য টেকসই এবং স্বল্প-টেকসই ধারণকারী প্রাচীর নির্মাণ করেছে এবং সিঁড়ি তৈরি করেছে।

এসএম দল ও কমিউনিটির চাহিদা অনুসারে, প্রতিবেদনে উল্লেখিত সময়কালে এসডি দল ক্যাম্প ১৪ ও ১৫-এ টেকসই নির্মাণ কাজগুলোতে গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই দলটি ঝুঁকি হ্রাসের জন্য নর্দমা নির্মাণ, ঢালের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং একটি বাঁশের সেতু নির্মাণের কাজ করেছে।

১০ জন তত্ত্বাবধায়ক/ওয়ার্ডেনের দ্বারা বৃক্ষরোপণের ১৩টি সাইটের রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। ক্যাম্প ১০-এর এসডি দল জলাবদ্ধতা এবং আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি নিরসনে ২,৭৫০ ফুট নর্দমা পরিষ্কার করেছে এবং ১১০ ফুট জিও টিউব নর্দমা নির্মাণ করেছে এবং বিভিন্ন স্থাপনার মধ্যে সুবিধাভোগীদের চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে ২৩টি বাঁশের সেতু, পানি পারাপারের একটি স্থায়ী সেতু ও চারটি সিঁড়ি নির্মাণ করেছে। এর পাশাপাশি, ভূমিধসের ঝুঁকি হ্রাস করতে এই দলটি বেড়া এবং রেলিংয় নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেছে।

বিগত মাসে ক্যাম্প ১৪ এবং ১৫-এ, এসডি দলসমূহ বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন কাজ করার মাধ্যমে টেকসই কাজগুলোতে গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই দলসমূহ বিভিন্ন ব্লকের ঝুঁকি প্রশমন করতে কমিউনিটির জন্য সিঁড়ি, দেয়াল এবং নর্দমা নির্মাণ করেছে। ক্যাম্প ১৮-এ, এই দলটি বন্যার ঝুঁকি ও জলাবদ্ধতা হ্রাস করার জন্য নর্দমা পরিষ্কার ও নির্মাণ, চলাচলের অবকাঠামো নির্মাণ, নতুন আশ্রয়স্থলের জন্য প্লটের উন্নয়নমূলক কাজ এবং ভূমিধসের ঝুঁকি নিরসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে, ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশন-এর এসডি দল আশ্রয়স্থলের জন্য ৬০টি প্লট প্রস্তুত করেছে। এসডি দল পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করেছে এবং এই ব্যবস্থাকে নতুন আশ্রয়স্থলের জন্য উপযুক্ত করে তুলেছে। ভূমিধস, স্থাপনা অথবা সড়ক নির্মাণের কারণে স্থানান্তরের চাহিদা রয়েছে এই ধরণের ক্যাম্পের জন্য নতুন স্থান তৈরিতে সহায়তা করবে। ক্যাম্প ২৪ এবং ২৫-এর এসডি দলসমূহ টারশিয়ারি ইটের নর্দমা, ইটের সিঁড়ি, নর্দমার ঢাকনার সংস্থান এবং ক্যাম্প ২৫-এ এসএম হাবের সুরক্ষা দলের জন্য একটি বিভাজন দেয়াল নির্মাণ করেছে।

বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল (ডিআরসি) ক্যাম্প ৮ এক্সটেনশনে ৭৮২.৬ মিটার এলাকা জুড়ে ৩০টি নতুন কাজ সম্পন্ন করেছে। যার মধ্যে তিনটি নর্দমা, ১৮টি ভূমি ধারণকারী দেয়াল এবং নয়টি সিঁড়ি রয়েছে। ক্যাম্প ৮ ডব্লিউ-এ মোট ৪৭৫ মিটার নির্মাণ কাজ এবং ৩১৩.৭ মিটার নর্দমা পরিষ্কারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা কেয়ার এসভি কমিউনিটির রেফারেল, স্বাস্থ্য/ওয়াশ খাতে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের রেফারেল এবং সিআইসি রেফারেলের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত কার্যক্রমে সমর্থন দেওয়া অব্যাহত রেখেছে। সাইট উন্নয়ন দল বর্ষাকালীন প্রস্তুতিমূলক কাজের অংশ হিসেবে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, চলাচলের ব্যবস্থা এবং ভূমির ঢালের রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। ক্যাম্প ১৩-এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুরক্ষা রেলিংসহ একটি র‍্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ (এএবি) বিভিন্ন ব্লকে চারা রোপণের স্থানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী কমিউনিটিভিত্তিক দলকে ফলো-আপ সহায়তা করা অব্যাহত রেখেছে এবং ক্যাম্প ১১, ১২ এবং ১৯-এ বিভিন্ন সেবা উন্নতকরণে নির্দেশনা প্রদান করেছে।

কোভিড-১৯ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক **২৭,৪৯৮টি অধিবেশন** আয়োজনের মাধ্যমে ১৩৩,৪১৬ জন ব্যক্তির কাছে বার্তা পৌঁছানো হয়েছে

৬৮,২১৭ জন ব্যক্তিকে পয়েন্ট অব এন্ট্রি (পিওই)-তে স্ক্রিনিং করা হয়েছে

ক্যাম্প ২০ এক্সটেনশনে কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রে **৬০ জন** ব্যক্তির জন্য "ভ্রমণ এবং পরিদর্শন" সফরের ব্যবস্থা করা হয়েছে

৫৭ জন রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও নিরাপত্তা কর্মী পিএসইএ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে

আইওএম-এর ২২ জন কর্মী নারীর অংশগ্রহণ কর্মসূচির বেইজলাইন মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে।

চাহিদা ও জনসংখ্যা মনিটরিং (এনপিএম)

এনপিএম, আরইএসিএইচ ইনিশিয়েটিভ এবং এজ অ্যান্ড ডিজঅ্যাবিলিটি ওয়ার্কিং গ্রুপ (এডিডব্লিউজি) বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সাড়াদান কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে সামগ্রিক উপাত্ত নিয়ে পদ্ধতিগতভাবে কোন মূল্যায়ন ইতোপূর্বে পরিচালিত হয়নি।

অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করতে ও এই ধরণের কর্মসূচিকে সমর্থন করতে এবং উপাত্তনির্ভর উদ্যোগসমূহকে বিকশিত করতে, তথ্যের ঘাটতি পূরণ করতে হবে এবং এই পন্থায় টার্গেট গ্রুপের স্বকীয় চাহিদা ও দুর্বলতার কারণে বেড়ে যাওয়া সুরক্ষা সম্পর্কিত ঝুঁকি প্রশমন করা যায়। উক্ত জনগোষ্ঠীর মতামত এবং অভিজ্ঞতাসমূহ সামগ্রিক এবং মর্যাদাপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য এই মূল্যায়নটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের পরে, এই সম্পর্কিত তথ্য আরো বেশি প্রয়োজন। এর কারণ, কোভিড-১৯-এর জন্য, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধী, উভয়ই স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর ভবিষ্যত মূল্যায়নের জন্য চলাচল বিষয়ক পরিকল্পনার উন্নয়ন এবং বর্তমানে বিদ্যমান দুর্বল ওএসএম সড়ক সম্পর্কিত উপাত্ত প্রতিস্থাপিত করতে, এনপিএম ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস) ইউনিট দক্ষিণ কক্সবাজারে একটি রোড ম্যাপিং-এর কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এই উপাত্ত একটি রোড অ্যাটলাস এবং বিভিন্ন ইন্টারঅ্যাক্টিভ উপকরণ তৈরিতে সহায়ক হবে।

এসিএপিএস-এনপিএম অ্যানালাইসিস হাবটি মেডিসিনস সানস ফ্রন্টিয়ারেস এবং ম্যাডেসিনস ডু মন্ড নামক দুইটি পৃথক উপকরণের জন্য গবেষণা পরিকল্পনা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্যের ঘাটতি পূরণ এবং উপাত্তনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত করে মানবিক সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত সামগ্রিক পদ্ধতিকে সহায়তা করে চলেছে।

ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধতার সত্ত্বেও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে গড়ে ওঠা উত্তম চর্চাসমূহকে উপস্থাপনের লক্ষ্যে কোভিড-১৯-এর কারণে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসকল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, সেই সম্পর্কে কথা বলার জন্য এই হাব একটি বৈশ্বিক কার্টওএনজি ডেটা ফোরামে (৭ম হিউম্যানিটারিয়ান অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডেটা ফোরাম) অংশ নিয়েছে। এই সম্পৃকতার সূত্র ধরে, কোভিড-১৯-এর সময়কালে উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক এসিএপিএস প্রতিবেদন ৩০ নভেম্বর "হিউম্যানিটারিয়ান অল্টারনেটিভ"-এ প্রকাশিত হবে।

নভেম্বরে এনপিএম একাধিক নতুন উদ্যোগ এবং মূল্যায়ন বিষয়ক প্রাথমিক পরিকল্পনা শুরু করেছে যার মধ্যে রয়েছে আশ্রয়স্থলের গুণগত মূল্যায়ন (২০২১-এর প্রথম ভাগের জন্য পরিকল্পিত), আইওএম-এর সিডব্লিউসি দলের সাথে যৌথভাবে গ্রাউন্ড ট্রুথ সলিউশন সোলিউশন-এর ৪র্থ রাউন্ড, ওয়াশ খাতের সাথে যৌথভাবে গোসল করার স্থাপনাসমূহ মূল্যায়ন (ডিসেম্বরের শেষ ভাগের জন্য পরিকল্পিত) এবং আইওএম-এর এমএইচপিএস ইউনিটের সাথে যৌথভাবে এমএইচপিএসএস মূল্যায়ন (ডিসেম্বরের শেষ ভাগের জন্য পরিকল্পিত)।

আইওএম-এর সাড়াদান পরিকল্পনার অর্থায়নে

Australian Aid · Canada · European Union Civil Protection and Humanitarian Aid · KOICA Korea International Cooperation Agency · From the People of Japan · Norwegian Ministry of Foreign Affairs · Sweden Sverige · UKaid from the British people · USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE